দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদনপত্র বিতরণ/বিক্রয় শুরু হয়েছে। ('বিতরণ/বিক্রয়' উল্লেখ্য, উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এক সময় বিতরণই ছিল রীতি। এখনও প্রায়ই তাই বলা হয়। তবে কার্যত বিক্রয়টাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এ উপলক্ষে বেশ কিছু কামিয়ে নিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ই বা বাদ থাকবে কেন! বাদ অবশ্য নেই-ও)। আসন সংখ্যা কুড়িয়ে বাড়িয়ে পৌনে চার হাজারের কাছাকাছি। পাঁচ দিনে ফরম গেছে চৌদ্দ হাজারেরও বেশী। ধারণা করা হচ্ছে, চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজারের মত ফরম বিক্রি হবে। এইচএসসির ফল দেরিতে বেরোনোর ফলে নাকি এবার দীর্ঘতর সময় ধরে ফরম বিক্রয় চলবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশে উচ্চ শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান। ভর্তির চাপতো হবেই। তবে পৌনে চার হাজারের কম আসনের জন্যে পঞ্চাশ হাজার আবেদনের মতো প্রতিযোগিতা তৈরি করার সত্যি কি কোন কারণ ছিল? এমন একটা প্রতিযোগিতা যে ব্যাপক হতাশার জন্ম দেবে, তরুণ শিক্ষার্থীদের ওপর তার প্রভাব ক্ষতিকর হতে বাধ্য। আমরা বরাবরই প্রতিযোগিতার অহেতুক তীব্রতা এড়ানোর কথা বলে আসছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশ্বাসও দিয়েছিলেন কার্যকর কিছু ব্যবস্থা নেয়ার। তার কিছু তো নেয়া হয়নিই, উপরি পাওনা হিসাবে দেখা যাচ্ছে, এইচএসসির ফলে বিলম্ব ঘটার অজুহাত দেখিয়ে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে ফরম বিক্রি করে প্রতিযোগিতার মাত্রা আরও চরমে তোলা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কর্তৃপক্ষ অবশ্য একটা আশার কথা শুনিয়েছেন। অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে '৯৪-'৯৫ শিক্ষা বর্ষে যারা ভর্তি হচ্ছে, তাদের সেশনজটের ঝামেলায় পড়তে হবে না। নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্যালেন্ডারের ওপর ভর করে সেশনজটের ঝঞ্জাট পার করিয়ে দেয়া হবে। এ খবরে শিক্ষার্থীর সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদেরও আশান্বিত এবং উল্লসিত হওয়ার কথা। আমরা কিন্তু উৎসাহিত হতে পারছিনা এজন্যে যে হিসাবে কেমন যেন গোলমাল দেখা যাচ্ছে। '৯৪-'৯৫ শিক্ষাবর্ষের পড়াশুনা সব কিছু ঠিক থাকলে আসছে জুলাই-এ শুরু হওয়ার কথা। তা '৯৪ এর গোটাটা তো ভর্তি পরীক্ষার আগেই গেছে। '৯৫-র ছ'মাসও যাচ্ছে ভর্তি প্রক্রিয়া আর পাঠ শুরুর প্রতীক্ষায়। একটি শিক্ষাবর্ষের আরকি হাতে থাকলো যে জটিলতা ছাড়াই শিক্ষাসূচী সম্পন্ন হতে পারবে! বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি এ দিকটি ব্যাখ্যা করেন—অভিভাবক মাত্রই উপকৃত, অন্তত আশ্বস্ত হবেন।

সাধারণ নিয়মে এবার ভর্তির চাপ কম হওয়ার কথা ছিল। কেননা, এইচএসসিতে পাসের হার কম। মোটামুটি ভাল ফলের হার আরও কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোও অনেকের পক্ষেই কঠিন হবে। তবু অস্বাভাবিক চাপ আসছে কেবল পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের অভাবে। প্রকৌশল, চিকিৎসা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ঝুলে থাকায় সকল শিক্ষার্থীই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সুযোগ নিয়ে রাখছেন। এদের বড় অংশই এখানে ভর্তি হবেন না। বা ভর্তি হলেও শিক্ষাসূচীতে অটল থাকবেন না। সমন্বয়হীন ভর্তি ব্যবস্থার কল্যাণে তাই একটা প্রচণ্ড চাপ এবং অপচয়ের রাস্তা তৈরি হয়েছে মাত্র।

আমরা এ গোটা পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন। আমরা আশা করবো, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মিথ্যা আশা ছড়ানোর বদলে বাস্তবতাকেই অভিভাবকদের সামনে আনবেন। একই সঙ্গে ভর্তির প্রশ্নে সুযোগ আর সামর্থ্যের অপচয় রোধে যত্নশীল হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি তরুণ শিক্ষার্থী আর অভিভাবক সবার জন্যেই এক বড় দুর্ভাবনা। পরিকল্পিত ব্যবস্থা নিলে এ দুর্ভাবনার অনেক খানিই হ্রাস করা সম্ভব। আর তা অবশ্যই করতে হবে।

জা'নগর ভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষের ১ম পর্ব ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করা হইয়াছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির বৈঠকে ভর্তি পরীক্ষার নীতিমালা গৃহীত হয়। নয়া নীতি অনুযায়ী পূর্বের ১০০ নম্বরের স্থলে পরীক্ষায় ২০০ নম্বর হিসাব করা হইবে। তন্মধ্যে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা (আবশ্যিক বিষয় ৩০ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়-৭০) অনুষ্ঠিত হইবে। অপর ১০০ নম্বরের মধ্যে ৪০ নম্বর এস,এস,সি'তে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে (৪ শতাংশ হারে) এবং ৬০ নম্বর এইচ, এস, সি, তে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে (৬ শতাংশ হাতে) লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সহিত যোগ করিয়া মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকৃত আসনের ৫ গুণ ছাত্র-ছাত্রীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হইবে। এই শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৭ শত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হইবে।

আগামী ১৮ই মার্চ হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র জমা নেওয়া হইবে। ১ জন পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩টি ইউনিট এবং প্রতিটি ইউনিটের অধীনে সর্বোচ্চ ৩টি বিষয়ে আবেদন করিতে পারিবে। ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ভর্তি কমিটির পরবর্তী বৈঠকে নির্ধারণ করা হইবে।